২য় বর্ষ-এইচএসসি (বিএম) শাখা
(কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন-২) বিষয় **কোড-১৮২৩**
১ম অধ্যায় (তথ্যপ্রযুক্তি এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র)

১। প্রশ্নঃ গ্লোবাল ভিলেজ কি? # এর সুবিধাগুলো লিখ? # এর ধারনা/ইতিহাস লিখ? # এর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ (Global Village) কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ও বিখ্যাত দার্শনিক 'মারশেল ম্যাকলুহান' সর্বপ্রথম গ্লোবাল ভিলেজ কথাটি ব্যবহার করেন, যার অর্থ বিশ্বগ্রাম। বিশ্বগ্রাম হলো সারা বিশ্বকে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে সংযুক্ত করা। সারা বিশ্বের জনগনকে একত্র করার পদ্ধতি বিশ্বগ্রাম। বৈশ্বিক যোগাযোগের ব্যবস্থাসমৃদ্ধ স্থানকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম বলে।

 # বিশ্বগ্রাম এর সুবিধাগুলো ঃ ১। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, ২। ঘরে বসেই সহজে উন্নত চিকিৎসা সেবা পাওয়া যাচ্ছে, ৩। সারা পৃথিবী মানুষের মুঠোয় এসেছে, ৪। মানুষের কাজের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৫। সকল প্রকার ব্যবস্থাপনায় খরচ কমে এসেছে, ৬। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে এবং লেনদেন সহজতর হচ্ছে।

 # বিশ্বগ্রাম এর ধারনা ঃ সাধারণত কোন এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও তাদের আবাসস্থল, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং প্রাণিকুল নিয়ই একটি গ্রাম গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গ্রাম বলতে সাধারণত মানুষের উপস্থিতিকেই মূখ্য বলে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই এরূপ গ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা হয়। কতগুলো গ্রামের সমন্বয়ে শহর, আর কতগুলো শহরের সমন্বয়ে একটি জেলা বা অঞ্চল, আর কতগুলো জেলার সমন্বয়ে একটি দেশ, আর কতগুলো দেশের সম্মিলিত ভৌগোলিক অবস্থানকে বিশ্ব বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বের পরিধি আজ ছোট হয়ে এসেছে। বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সেই হিসেবে বিশ্বটাই হলো একটি গ্রাম যেখানে প্রতিটি দেশই আসলে একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বা এর প্রতিনিধিত্ব করে।

 # বিশ্বগ্রাম এর ইতিহাস ঃ কানাডিয়ান লেখক 'মারশেল ম্যাকলহান' হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ শব্দটিকে সহলের সামনে তুলে ধরে একে জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯৬২ সালে তার প্রকাশিত The Gutenberg Galaxy ও ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত Understanding Media বইয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় বইটিতে ম্যাকলহান বর্ণনা করেছেন কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্রুত বিচরণ দ্বারা বিশ্ব একটি গ্রাম বা ভিলেজে রূপ লাভ করেছে। সার বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা হলো বেশ্বিক গ্রাম, যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে-১। যোগাযোগ, ২। কর্মসংস্থান, ৩। শিক্ষা, ৪। চিকিৎসা, ৫। গবেষণা, ৬। অফিস ও বাসস্থান, ৭। ব্যবসায়-বাণিজ্য, ৮। সংবাদ ও বিনোদন, ৯। সামাজিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, ১০। ই-মেইল ও ই-কমার্স ইত্যাদি।

 # বিশ্বগ্রাম এর উপাদান ঃ অধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রধান উপাদান সমুহ উল্লেখ করা হলো- **১। হার্ডওয়্যার**- যার মধ্যে কম্পিউটার, বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস, মোবাইল ফোন, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি। **২। সফ্টওয়্যার**- হার্ডওয়্যারগুলো সচল করার জন্য সফ্টওয়্যার প্রয়োজন যা অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজিং সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং ভাষা ইত্যাদি। **৩। নেটওয়্যার্ক বা ইন্টরনেট সংযুক্ততা**- বিশ্বগ্রামের তথ্য শেয়ার করার অবশ্যই নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট সংযুক্ততা থাকতে হবে যা- ব্রডকাস্টিং, টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযুক্ততা করা সম্ভব। **৪। ডাটা**- ডাটা প্রসেসিং এর মাধ্যমেই ব্যবহারযোগ্য তথ্যে পরিণত করা হয়। বিভিন্ন তথ্য থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রসেস করা হয়। **৫। মানুষ/ জ্ঞান**- মানুষ তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গ্লোবাল ভিলেজের উপাদানগুলোকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মানুষের জ্ঞান ও সক্ষমতার উপর প্রয়োগ পদ্ধতি অনেকাংশে নির্ভরশীল যা বিশ্বগ্রাম এর উল্লেযোগ্য উপাদান।